بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৬ মার্চ ২০২২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো যুক্তরাজ্যের প্যান আফ্রিকান আহমদীয়া মুসলিম এসোসিয়েশন

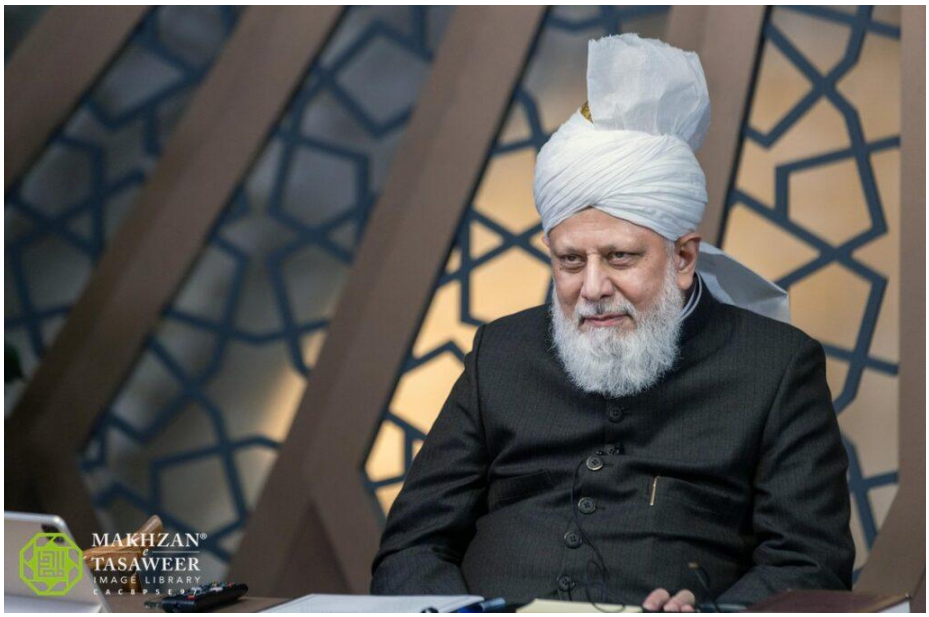

"আমাদের কাজ প্রকৃত ইসলাম তথা প্রেম, শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া ..."
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, যুক্তরাজ্যের প্যান আফ্রিকান আহমদীয়া মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন (PAAMA)-এর সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

যূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর PAAMA-র ১৫০-এর অধিক নারী-পুরুষ সদস্য বায়তুল ফুতূহ মসজিদে সমবেত ছিলেন।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া একটি আনুষ্ঠানিক পর্বের পর প্যান আফ্রিকান আহমদীয়া মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের নিকট প্রশ্ন করে দিক-নির্দেশনা চাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

একজন ভদ্রমহিলা পবিত্র কুরআনের সূরা আত-তাগাবুন-৬৪:১৫ আয়াতের কথা উল্লেখ করেন , যেখানে বলা হয়েছে যে, **"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্য হইতে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু , সুতরাং, তাদের থেকে তোমরা সাবধানে থাকো। আর যদি তুমি উপেক্ষা করো , ক্ষমা করো , তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,পরম করুণাময়।"**

তিনি হুযুর আকদাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এই আয়াতে স্বামীদেরকে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

হুযুর আকদাস উল্লেখ করেন যে , আরবির যে শব্দের অনুবাদ 'স্ত্রী' করা হয়েছে, তা হলো 'আযওয়াজ'। শব্দটি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে (ইংরেজি স্পাউস) বোঝায়, আর এর অনুবাদ 'স্ত্রী' ও 'স্বামী' উভয়ই হয়ে থাকে। তাই, এই আয়াতটিতে প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বোঝানো হয়েছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পবিত্র কুরআনে এখানে 'আযওয়াজিকুম ওয়া আওলাদিকুম' শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। আর, 'আযওয়াজ' দিয়ে শুধু 'স্ত্রীগণ' বোঝায় না। আমার মতে, 'আযওয়াজ' দ্বারা 'স্বামী' এবং 'স্ত্রী' উভয়ই বোঝায়। স্বামী যদি ভাল না হয়, তাহলে আপনাকে অনেক সতর্ক হতে হবে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ; বিশেষ করে, যদি তারা ইসলাম এবং আহমদী য়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে কিছু করে। তাই , এটাই আমার দৃষ্টিভঙ্গি ... আরবী শব্দ 'আযওয়াজ' ব্যবহৃত হয়েছে এখানে আর এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বুঝিয়েছে ... হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) [চতুর্থ খলীফাতুল মসীহ্]-ও এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন যে , 'আযওয়াজ' এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বোঝায়। আর , তিনি তাঁর [কুরআন করীমের] উর্দু অনুবাদে এর অনুবাদে 'স্ত্রী' শব্দের পরিবর্তে 'স্বামী-স্ত্রী' উভয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই [অনুবাদ হওয়া উচিত] 'স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানগণ'।"

আরেকজন প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করেন যে , এমন বহু লোক রয়েছেন যারা আজকাল চলমান নজিরবিহীন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন কিংবা আর্থিক কষ্ট-কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। প্রশ্নকারিনী জিজ্ঞাসা করেন, এরকম সময়গুলোতে কোনো ব্যক্তি কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার ওপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনার যখন করণীয় প্রচুর কাজ থাকে এবং আপনি আপনার পার্থিব কর্মকাণ্ডে ডুবে থাকেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন সাধারণভাবে এটা দেখা যায় যে, আপনি আপনার ইবাদতের প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রদান করেন না। তাই, আমি এটি ভিন্নভাবে নিচ্ছি। আজকাল, লোকেরা যখন তাদের কাজ হারায় তখন কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যখন কোনো মানুষ সমস্যায় নিপতিত হয় তখন তারা আল্লাহ্ তা'লার সামনে পূর্বের চেয়ে বেশি ঝুঁকে। তাই, আপনি যেখানে বলছেন যে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি কীভাবে মানুষ দৃঢ়-বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে?' বরং, এটাই সেই সময়, যখন কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন। নির্ধারিত সময়গুলোতে নামা য আদায় করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন যে, তিনি যেন এ সমস্ত সমস্যা দূর করে দেন এবং আপনি যেন এই কঠিন সময় থেকে বের হয়ে আসতে পারেন। তাই , আমার দৃষ্টিতে, এ সময়ে পূর্বের চেয়ে কারো ঈমানে আরও দৃঢ়চিত্ত হওয়া উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"সাধারণত, আমরা এ পৃথিবীতে যা অনুভব করি তা হল , যারা দুনিয়াবী এবং পার্থিব ব্যাপারগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট , তারা সাধারণত আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে মনোযোগ দেন না। এই কারণেই পশ্চিমা বিশ্বে নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, তারা মনে করে যে , তারা যা করছে তা তাদের দক্ষতা , শিক্ষা, জ্ঞান এবং তাদের আরো ভালো আর্থিক অবস্থানের কারণে ... বরং গরিব লোকেরাই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়। এখন আপনি যদি মনে করেন যে, এই সময়টিতে আপনি সমস্যায় পড়েছেন , তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন যে , তিনি যেন আপনার সমস্ত সমস্ত সমস্যা দূর করে দেন এবং তার পর এই ওয়াদা করুন যে , যখনই আপনার অবস্থা স্বাভাবিক হবে , আপনি আর কখনোই ঐকান্তিক দোয়া করা ছেড়ে দিবেন না। সুতরাং, এটাই সেই সময়, যখন আপনাদের আল্লাহ্‌র সামনে আগের চেয়ে বেশি বিনত হওয়া উচিত।"

অন্য একজন অংশগ্রহণকারী উল্লেখ করেন যে , আফ্রিকা মহাদেশ যুদ্ধ এবং অভ্যুত্থানের দ্বারা পর্যুদস্ত। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে আফ্রিকার নেতাদের প্রতি হুযূর আকদাসের পরামর্শ সম্পর্কে জানতে চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) প্রতিউত্তরে বলেন:

"বিশ্বের কোন্ অংশটি এখন এই ব্যাপারগুলি থেকে মুক্ত? শুধু আফ্রিকাই নয়, বিশ্বের সর্বত্রই, এমনকি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোপও এতে নিমজ্জিত। এখন ইউরোপের পরিস্থিতি আফ্রিকার চেয়েও বেশি বিপদজনক, কারণ (ইউরোপের) এই পরিস্থিতি পুরো বিশ্বকে ঘিরে ফেলতে পারে। আমি অনেকদিন ধরে বলে আসছি যে , দেশ ও সমাজের শান্তির জন্য ন্যায়বিচার ও নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের নেতৃত্ব সৎ হয় এবং (যদি না তারা) তাদের কাজের প্রতি, তাদের জনগণের প্রতি ন্যায় বিচার করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পারবো না এবং এই ব্যাপারগুলো অব্যাহত থাকবে। যেখানেই আপনি সৎ নেতৃত্ব দেখেন এবং তারা তাদের জনগণের সাথে সৎ, সেই দেশগুলো কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ ও উন্নয়নশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, শুধু আফ্রিকাতেই নয়, এশিয়াতে বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে– এমনকি ইউরোপেও – আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সৎ নেতৃত্ব নেই।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"আমরা দোয়া করি এবং নেতৃত্বকে সৎ হতে এবং সৃষ্টিকর্তাকে শনাক্ত করতে বলি। তাদেরকে অবশ্যই তাদের স্রষ্টাকে চিনতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে , সমস্ত কাজ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ দেখছেন এবং তারা যা কিছু করছে, তার জন্য এই পৃথিবীতে হোক বা পরকালে, জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং, আমাদেরকে তাদের বোঝাতে হবে যে, একজন স্রষ্টা আছেন এবং মনে করা উচিত না যে, এটিই একমাত্র জগত। পরকালে আপনাদেরকে

আপনাদের সকল কর্মের জন্য এবং আপনাদেরকে যে দায়িত্বই অর্পণ করা হোক না কেন , তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যদি আপনাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন না করেন, তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আপনাদেরকে শাস্তি দিবেন। সুতরাং, এটিই একমাত্র সেই বিষয় যা তাদের সংস্কার করতে পারে ... আমরা কেবল দোয়াই করতে পারি। অথবা, সমগ্র দেশ বা মহাদেশকে সঠিক ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতে পারি। অতঃপর, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সময়ে (৩:১০৪) যেমনটি শুনেছেন, তোমরা এক জাতি, ভাই ভাই এবং পরস্পরের প্রতি সৎ হও এবং একে অপরের প্রতি তোমাদের দায়িত্ব পালন কর এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি তোমাদের দায়িত্ব পালন কর। এটাই একমাত্র সমাধান, অন্যথায় সংস্কারের কোন আশা নেই।"

পাকিস্তানের মতো কিছু দেশে , আহমদীয়া মুসলিম জামা 'তের ওপর নিপীড়ন সম্পর্কিত আরেকটি প্রশ্ন করা হয়। এতে জিজ্ঞাসা করা হয়, আহমদী মুসলমানরা কেন তাদের ওপর যারা অত্যাচার করে তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করে না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, 'আমি এই যুগে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছি এবং আমি মূসায়ী মসীহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি। যীশু- খ্রীষ্ট কি কখনও তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ? না। তাকে নির্যাতন, মারধর করা হয়েছিল, এমনকি তাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। যদিও আল্লাহ তাকে সেখা ন থেকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই সবকিছুই সহ্য করেছিলেন। তাই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, 'আমি যীশু-খ্রীষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি 'এজন্যই তিনি বলেন, এখন তলোয়ারের জিহাদ বৈধ নয়। এবং তিনি রাসূল (সা.) এর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন – যা বুখারীতে রয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সময়ে জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) রহিত হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"আমাদের কাজ হচ্ছে সত্যিকারের ইসলামের বার্তা তথা – ভালোবাসা, শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। এই বার্তার মাধ্যমে, একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে আমরা যা অর্জন করতে পারি, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছুই পেতে পারি। যুদ্ধ করে আমরা কী অর্জন করব ? আপনি দেখুন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগ দিতে আসা পাকিস্তানী আহমদী মুসলিমগণ সেইসব লোকদের মধ্যে থেকে এসেছেন যাদের মধ্যে একই মন-মানসিকতা ও চেতনা বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যখন তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা 'তকে গ্রহণ করে , তখন তারা বলে যে , এখন ইসলাম ও আহমদীয়াতের শিক্ষা হলো , বিরোধীদের মাধ্যমে আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত এই সমস্ত নৃশংসতায়

আপনাদেরকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে হবে। সুতরাং , এই কারণেই, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন যে, যেহেতু রসূল করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর সময়ে, তিনি ও তার জামা'ত সকল ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হবেন, কিন্তু তোমরা তা সহ্য করবে। এই কারণেই আমরা প্রতিশোধ নিচ্ছি না। অন্যথায়, আমরা প্রতিশোধ নিতে পারতাম। আর তাতে কীইবা লাভ হবে? আমরা সেই দেশের শান্তিকে বিনষ্ট করে দেব, যা ইতিমধ্যেই বিপদে নিমজ্জিত।'

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদকে করা একটি প্রশ্ন সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। হুযূর বলেন:

"একবার এক ব্যক্তি তৃতীয় খলীফাকে বলেছিলেন যে , 'আমাকে অনুমতি দেন যে , আমি কিছু গোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে পারি এবং কিছু পেট্রোল বোমা এবং অন্যান্য বোমা ব্যবহার করতে পারি এবং (আহমদী মুসলিমদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে) দেশে অশান্তি (উত্তেজনা, গোলযোগ) সৃষ্টি করতে পারি। তিনি (হুযূর) বললেন, হ্যাঁ, তুমি এটা করতে পারো। কিন্তু, আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'ঠিক আছে এখন তোমরা ও তোমাদের প্রতিপক্ষ যা খুশি তাই করো এবং আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' আল্লাহ্ তা'লা যদি তোমাদের ছেড়ে চলে যান , তাহলে আমাদের কোনো নিরাপদ স্থান থাকবে না। সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুসরণ করা উত্তম যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর সময়ে ভালোবাসা, শান্তি ও সম্প্রীতির মাধ্যমে আমাদের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে এবং ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। এই কারণেই আমরা লড়াই করি না। অন্যথায়, আমাদের লড়াই করার ক্ষমতা আছে।'